বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ সেলিম

ফৌজদারী আপীল নং-৮৩৩/১৯৯৩

আমজাদ হোসেন ওরফে নাহিদ
.....আপীলকারী।
-বনাম-
সরকার ।
.....প্রতিবাদী পক্ষ।
জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, এ্যাডভোকেট
..... আপীলকারীর পক্ষে।
জনাবা আনোয়ারা শাহজাহান, ডি.এ.জি. সাথে
জনাবা শাহানা পারভিন, এ.এ.জি.
..... সরকার পক্ষে।
শুনানীর তারিখঃ ২৭.০৮.২০২০ এবং ০৯.০৯.২০২০ ইং
রায়ের তারিখঃ ০৯.০৯.২০২০ ইং

এই ফৌজদারী আপীলটি বিজ্ঞ জজ, অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, মানিকগঞ্জ কর্তৃক সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন মামলা নং ০২/১৯৯৩ এর বিগত ১০.০৫.১৯৯৩ ইং তারিখে প্রচারিত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আপীলকারী আমজাদ হোসেন ওরফে নাহিদ দায়ের করেছেন। যাতে আপীলকারী কে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের ২(২)(খ)(চ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত আইনের ৪ ধারায় ৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০০ টাকা জরিমানা আরোপ করে দন্ডাদেশ প্রদান করা হয় ।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, এজাহারকারী এস,আই. কাজী কামাল উদ্দিন বিগত ০১.০২.১৯৯৩ ইং তারিখ বেলা অনুমান ৩:৪৫ ঘটিকার সময় সংবাদ পান যে, ঘটনাস্থলে পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন উত্তর গোলযোগ শুরু হয়েছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে সাধারন ডায়েরি নং-২৩ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থল মানিকগঞ্জ পৌর এলাকায় অবস্থিত দুধ বাজার যেয়ে দেখতে পান যে, এজাহারে উল্লেখিত আসামীগণসহ অনুমান ৩০-৪০ জন লোক সেখানে একত্রিত হয়ে ২নং সাক্ষী মিনহাজ উদ্দিনের সহিত সম্প্রতি সমাপ্ত পৌরসভার নির্বাচন কে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা রাম দা, খড়্গ, রড ও লাঠি নিয়ে দলবদ্ধভাবে শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তখন ১নং সাক্ষীর নেতৃত্বাধীনে পুলিশ ফোর্স বাধা প্রদান করলে উল্লেখিত আসামীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশের ব্যবহৃত সরকারী পিকআপ গাড়ীর কাঁচ খড়্গ ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে ক্ষতি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য পুলিশ সচেষ্ট হলে আসামীগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করে কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল লতিফ, এমদাদুল বাশার এবং গাড়ীর ড্রাইভার কনস্টেবল সাদেক আলী কে আহত করে । তখন উক্ত আসামীদের কে ধাওয়া করে ১টি রামদা, ১টি খড়্গ, ২টি লোহার রড এবং ২টি বাশের লাঠিসহ গ্রেফতার করা হয় এবং লাঠি ও অস্ত্র জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে জব্দ করা হয়।

তদন্তকালীন, তদন্ত কর্মমর্তা এ.এস.পি. (সার্কেল) আবুল কালাম মিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন, খসড়া মানচিত্র প্রণয়ন, সূচীপত্র প্রস্তুত করণ ও বাংলাদেশ

কার্য্যবিধি আইনের ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং তদন্ত শেষে গত ২৮.০২.১৯৯৩ ইং তারিখে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের ৪ ধারায় এজাহারে উল্লেখিত ৭(সাত) জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

বিচারের জন্য মামলাটি প্রস্তুত হলে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, মানিকগঞ্জ প্রেরণ করা হয় যেখানে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০২/১৯৯৩ হিসাবে রেজিস্ট্রি ভূক্ত হয়। উক্ত ট্রাইব্যুনাল বিগত ০৭.০৩.১৯৯৩ ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের ২(২)(খ)(চ) ধারায় কৃত অপরাধের জন্য উক্ত আইনের ৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামীগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগ অস্বীকার করে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন।

বিচারকালীন রাষ্টপক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ১৮(আঠারো) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করেন। অন্যদিকে আসামী পক্ষ হতে ৪(চার) জন সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করেন। মৌখিক সাক্ষ্য শেষে আসামীগণ কে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়, যেখানে তারা নিজেদের কে নির্দোষ দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে, মৌখিক সাক্ষ্য সমাপ্তির পর সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, বিগত ১০.০৫.১৯৯৩ ইং তারিখে রায় ও আদেশ দ্বারা আসামী দেলোয়ার হোসেন ওরফে দুলাল, মোঃ মুনির হোসেন, মোঃ ইসমাইল, উজ্জল,

তফিল উদ্দিন ও শামীমকে বে-কসুর খালাস প্রদান করেন তবে আসামী-আপীলকারী আমজাদ হোসেন ওরফে নাহিদ কে ১৯৯২ সালের সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের ২(২)(খ)(চ) ধারায় আনিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত আইনের ৪ ধারায় ৫(পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জরিমানা আরোপ করে দন্ডাদেশ প্রদান করে।

বিচারিক আদালত কর্তৃক বিগত ১০.০৫.১৯৯৩ ইং তারিখে রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আসামী-আপীলকারী সংক্ষুব্দ হয়ে এই ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করেছেন।

আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আব্দুল বারিক বিনয়ের সাথে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত প্রদত্ত রায়ে যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ না করে সাজা প্রদান করেছেন, যা আইনের দৃষ্টিতে অচল। যে কারণে তিনি অত্র আপীলের আসামীকে বে-কসুর খালাস এবং আপীল মঞ্জুরের নিবেদন করেন।

রাষ্টপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত সাক্ষ্য প্রমাণাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণপূর্বক সঠিক রায় প্রদান করেছেন। যে কারণে অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করার জন্য বিনয়ের সাথে নিবেদন করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবীগনের বক্তব্য, বিচারিক আদালতের রায়, মৌখিক সাক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই মামলার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ঘটনার তারিখ ও সময়ে এই আসামী-আপীলকারী অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসী কাজ

করার অভিযোগ ও ইচ্ছাকৃতভাবে সন্ত্রাসী কাজ দ্বারা পুলিশের ব্যবহৃত সরকারী যাবাহনে ক্ষতিপ্রাপ্ত করার এবং পুলিশ সদস্যদের আহত করার অভিযোগ রাষ্টপক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে বিচারিক আদালত যে রায় দিয়েছেন তা যথাযথ হয়েছে কিনা?

তদন্ত রিপোর্টে প্রদত্ত সর্বমোট ১৯ জন সাক্ষীর মধ্য হতে রাষ্ট পক্ষ হতে ১৮(আঠারো) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং তাদের মধ্যে সাক্ষী নং-১, এস.আই. কাজী কামাল উদ্দিন, এজাহারকারী তার জবানবন্দীতে বলেন বিগত ০১.০২.১৯৯৩ ইং তারিখ বিকাল ৩:৪৫ ঘটিকার সময় মানিকগঞ্জ পৌর এলাকায় অবস্থিত দুধ বাজারে পৌরসভার নির্বাচন উত্তর গোলযোগের সংবাদ পেয়ে তিনি ১টি সাধারন ডাইরির ভিত্তিতে পিক-আপ গাড়ীযোগে পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবল ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে যেয়ে দেখতে পান আসামীগণ অন্যান্য লোকজন নিয়ে সাক্ষী মিনহাজ উদ্দিনের সাথে পৌরসভার নির্বাচন কে কেন্দ্র করে ঝগড়া করছে এবং একপর্যায়ে আসামীগণ রাম দা, খড়্গ, বাশের লাঠি ও লোহার রডসহ শক্তির মহড়া প্রদর্শনসহ প্রতিপক্ষের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়। তিনি পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় অপরাধমূলক কাজে বাধা প্রদান করলে আসামী আমজাদ হোসেন ওরফে নাহিদ খড়্গ ও লাঠি দ্বারা পুলিশের ব্যবহৃত পিকআপ গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে এবং কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল লতিফ, এমদাদুল বাশার এবং ড্রাইভার সাদেক আলী আসামীদের আক্রমণে আহত হয়।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নাহিদ খড়গ দিয়ে পুলিশের ব্যবহৃত পিক আপ গাড়ীর গ্লাস ভেঙ্গেছে এবং আসামীগণকে রামদা, লাঠি, খড়গ, দু'টি লোহার রড ও দু'টি বাশের লাঠি সহ ধরার সময় ৩ জন কনস্টেবল আহত হয়েছিল এসব বর্ণনা এজাহারে নাই।

রাষ্টপক্ষের ২নং সাক্ষী মিনহাজ উদ্দিন কে রাষ্টপক্ষ হতে বৈরী ঘোষনা করা হয়েছে।

৩নং সাক্ষী মোঃ তোতা মিয়া কে রাষ্টপক্ষ হতে বৈরী ঘোষনা করা হয়েছে।

৪নং সাক্ষী ফজলুর রহমান কে রাষ্টপক্ষ হতে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে।

৫নং সাক্ষী মোঃ জুলহাস উদ্দিন কে রাষ্টপক্ষ হতে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে।

৬নং সাক্ষী দেলোয়ার হোসেন কে রাষ্টপক্ষ হতে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে।

৭নং সাক্ষী সহকারী দারোগা, আব্দুল জলিল খান তার সাক্ষ্যে বলেন, নির্বাচিত পৌর চেয়ারম্যানের সমর্থিত লোক এবং প্রতিপক্ষ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বাবুল সমর্থিত কিছু লোক ঘটনাস্থলে ঝগড়া করছিল বলে তিনি দেখেছেন। এই সাক্ষী আরো বলেন যে, এস.আই. কাজী কামালের নেতৃত্বে আমরা গোলমাল না করতে অনুরোধ করলে পরাজিত প্রার্থী সমর্থনকারী মুনির, নাহিদ ও আরো ৪০/৪৫ জন লোক রাম দা, খড়গ, লোহার রড ইত্যাদিসহ পুলিশের গাড়ির উপর আক্রমণ করে যার ফলে গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে যায়। ওই সময় তারা রমজানের সমর্থিত লোকদের মারপিট করতে উদ্যত হয় ও পুলিশের উপর চড়াও হয়ে ২/৩

জন পুলিশকে রামদার ঘাড়া (উল্টোপিট) দিয়ে ও রড দিয়ে আঘাত করে জখম করে। এই সময় শান্তি রক্ষার্থে মুনীর, নাহিদ ও অন্যান্য আসামীকে ধাওয়া করে অস্ত্রসহ ধরা হয় ।

জেরায় তিনি এইরুপ সাজেশন অস্বীকার করেন যে, মিনহাজ উদ্দিনের দায়েরকৃত মামলার আসামীগণের ছুড়ে মারা ইট, পাটকেল দ্বারা গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র আটক করা হয়েছে মাত্র। তিনি আরো অস্বীকার করেন যে, মনির, নাহিদ, দুলাল ও অন্যান্য আসামীদের ঘটনাস্থল হতে ধরা হয় নাই বা প্রকৃত আসামীদের কে না ধরতে পেরে এই আসামীদের কে তাদের বাড়ী ও দোকান হতে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৮নং সাক্ষী সহকারী দারোগা, মোঃ নায়েক আলী তার সাক্ষ্যে বলেন, ঘটনার সময় তিনি পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান রমজান আলীর সমর্থক দলের সাথে, পরাজিত প্রার্থী বাবুলের সমর্থকদের মধ্যে গোলমাল হচ্ছিল এবং তিনি দেখতে পান যে, দুই দলের লোকজনই লাঠি, রামদা, খড়্গ, লোহার রড ইত্যাদি অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একে অপর কে মারতে উদ্যত অবস্থায় আছে। এই সাক্ষী আরো বলেন যে, তিনি অন্যান্য পুলিশ ফোর্সের সাথে উভয় পক্ষের লোকদের গোলমাল না করতে বলেন এবং ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু হঠাৎ পিছন দিক থেকে ইট, পাটকেল নিক্ষেপ, ও মারামারি শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে তাদের গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। এরুপ পরিস্থিতিতে উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে হতে ৬/৭ জনকে গ্রেফতার করে পরিস্থিতি আয়ত্ত্বে আনা হয় এবং

গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে লাঠি, রড, খড়্গ ইত্যাদি পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, পুলিশের প্রতি ইট, পাটকেল নিক্ষেপ এবং আসামীদের হাতের লাঠি দ্বারা কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছিল।

জেরায় তিনি বলেন যে, সাক্ষী মিনহাজ উদ্দিনের সাথে মানু, ছবুর গংদের মারামারি হয়েছিল, এই বিষয়ে তিনি পরে জেনেছিলেন।

৯নং সাক্ষী কনস্টেবল চুন্নু মিয়া সাক্ষ্য দানকালে বলেন যে, বেলা আনুমানিক ৩:৪৫ ঘটিকার সময় দারোগা কাজী কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যেয়ে দেখতে পান যে, দুটি প্রতিদ্বন্দী পক্ষ মারামারি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাদের কে বাঁধা প্রদান করা হলে তারা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর আক্রমণ করে এবং গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে। তাদের আক্রমণে কনস্টেবল সাদেক এবং অন্য একজন আহত হয়।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কোন আসামীর হাতে কি বা কোন অস্ত্র ছিল তা তিনি বলতে পারেন না।

১০ নং সাক্ষী কনস্টেবল সুলতানুজ্জামান বলেন, পৌরসভার নির্বাচনে বিজয়ী চেয়াম্যান এবং পরাজিত পক্ষের মধ্যে গোলযোগ হয়েছে এবং তিনি দেখেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে রামদা, খগড়, লাঠি, রড ইত্যাদি নিয়ে মারমুখী অবস্থায় রয়েছে। তাদেরকে গোলমাল করতে নিষেধ করা হলে একপক্ষ পুলিশের গাড়ির কাঁচে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলে। এস.আই. কাজী কামালের নির্দেশে আসামীদের

কে উল্লেখিত অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়। এই সাক্ষী পুনরায় বলেন যে, আসামীদের আক্রমণে ২ (দুই) জন কনস্টেবল আহত হয়েছে। কারা জখম করেছিল জানা নাই।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন বেলা ৩:৪৫ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থল দুধ বাজারে অনুমান ১০০/১৫০ জন লোক জড়ো হয়েছিল। তবে কার হাতে কী অস্ত্র ছিল বা কে গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গেছিল বা পুলিশদের কে আঘাত করেছিল সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন না।

১১ নং সাক্ষী কনস্টেবল তোতা মিয়া তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ঘটনার দিন অনুমান বেলা ১৫:৪৫ ঘটিকার সময় দারোগা কাজী কামালের সাথে পিকআপ গাড়ী যোগে ঘটনাস্থলে যেয়ে দেখেন যে, দুই পক্ষ মারামারি করতে উদ্যত হয়েছে। মারামারি থামাতে চেষ্টা করার সময় সেখানে হুড়াহুড়ী হয় এবং পিকআপ গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনাস্থলে প্রায় ১০০/১৫০ জন লোক সমবেত হয়েছিল এবং কোন আসামীর নিকট কী অস্ত্র ছিল তা বলা সম্ভব না। সংঘর্ষে লিপ্ত লোকদের তিনি চিনেন না।

১২নং সাক্ষী ডাঃ নিত্য গোপাল চৌধুরী, যিনি আহত পুলিশ সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিলপূর্বক ৩নং প্রদর্শনীরুপে চিহ্নিত করেন।

১৩নং সাক্ষী কনস্টেবল, সাদেক আলী তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বিগত ০১.০২.১৯৯৩ইং তারিখে দারোগা কাজী কামালের সাথে তিনি গাড়ী চালিয়ে

ঘটনাস্থলে যেয়ে দেখেন, প্রতিদ্বন্দি দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। দারোগা কাজী কামাল মারামারি করতে নিষেধ করলে উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর লাঠি, রামদা সহকারে হামলা করে এবং ওই সময় তিনি গাড়ীর মধ্যে বসেছিলেন। আসামী নাহিদ তাকে রামদা ও লাঠি দিয়ে মারতে চাইলে তিনি গাড়ীর মধ্যে শুয়ে পড়েন এবং নাহিদের আঘাতে গাড়িটির সামনের কাঁচ ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি গাড়ী হতে বের হয়ে নাহিদ কে আটক করার চেষ্টা করলে আসামী নাহিদ লোহার রড দিয়ে তার পায়ে এবং হাতে বারি মারে।

জেরায় তিনি বলেন যে, সত্য নয় যে, নাহিদ রামদাও দিয়া আঘাত করার কথা মিথ্যা বলেছেন বা তার আঘাতে কাঁচ ভাঙ্গার উক্তি মিথ্যা।

১৪নং সাক্ষী কনস্টেবল, এমদাদুল বাশার তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ঘটনার দিন বিকাল ৩:৪৫ ঘটিকার সময় তিনি দারোগা কাজী কামালের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যান। তিনি আরো বলেন, ঘটনাস্থল দুধবাজার এলাকায় দুটি প্রতিদ্বন্দি পক্ষ লাঠি, রামদা, রড ইত্যাদি নিয়ে সংঘর্ষের সূচনা করলে দারোগা কামাল সাহেব উভয় পক্ষ কে গোলযোগ করা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা উত্তেজিত হয়ে পুলিশ দল কে মারপিট করেন। আক্রমণকারীদের আঘাতে পুলিশের গাড়ীর সামনের কাঁচ ভেঙ্গে যায়।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তাকে কোন আসামী বা কে আঘাত করেছিল তা তিনি বলতে পারেন না।

১৫নং সাক্ষী কনস্টেবল, আব্দুল লতিফ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বিগত ০১.০২.১৯৯৩ ইং তারিখে বেলা অনুমান ৩:৪৫ ঘটিকার সময় পুলিশ ফোর্সের সাথে তিনিও সরকারী পিকআপ গাড়ী যোগে ঘটনাস্থলে যেয়ে দেখেন দুই দল লোক লাঠি, রামদা ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে গোলযোগ করছে। তাদেরকে থামানোর চেষ্টা হলে আসামীরা গরম মেজাজে তাদের উপর হামলা করে। উক্ত হামলায় তার বাম হাতের তর্জুনীতে জখম প্রাপ্ত হন এবং আসামী পিকআপ গাড়ীর সামনের কাঁচ দা দিয়ে কোপ দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে, তবে কে ভাঙ্গে নাম বলতে পারেন না, তবে ডকে উপস্থিত আছে।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, দুই পক্ষের লোক সংখ্যা ১০০/১৫০ জন হতে পারে।

১৬নং সাক্ষী সহকারী দারোগা, আনোয়ার হোসেন বলেন, পৌরসভার নির্বাচন কে কেন্দ্র করে ঘটনাস্থল দুধবাজারে দুপক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা শুনে তিনি ও দারোগা কাজী কামালের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশ সদস্যসহ ঘটনাস্থলে যান এবং দেখতে পান যে, প্রায় ১০০/১৫০ জন লোক সমবেত হয়ে কথা কাটাকাটি ও শোড়গোল করছে, তাদের হাতে লাঠি শোটা, রামদা, খড়গ ইত্যাদি ছিল। মারামারি থামানোর প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে আসামীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের উপর আক্রমণ করে যার ফলে ৩(তিন) জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। তাদের আক্রমণে পুলিশের পিকআপ গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়।

জেরায় তিনি বলেন যে, আসামীদের কে তাদের বাড়ী ও দোকান হতে গ্রেফতারের কথা সত্য নয়। সত্য নয় যে, আসামীদের হাতে অস্ত্র ছিল না বা তারা গোলযোগ করে নাই। সত্য নয় যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কাজ করে নাই বা দুধ বাজারে ঘটনা ঘটে নাই।

১৭নং সাক্ষী এ.এস.আই. খন্দকার আব্দুল ওয়াদুদ বলেন যে, ঘটনার দিন বিকেল ৩:৪৫ ঘটিকার সময় মানিকগঞ্জের দুধ বাজার এলাকায় গন্ডগোল হচ্ছে এই সংবাদ পেয়ে তিনি পুলিশ ফোর্সের পিকআপ গাড়ীযোগে ঘটনাস্থলে যান এবং দেখেন, সাক্ষী মিনহাজের পক্ষ এবং আসামী পক্ষ অস্ত্রসস্ত্রসহ ওই এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন। ঘটনাস্থলে যেয়েই সাক্ষী মিনহাজ উদ্দিন তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন কিন্তু আসামীগণ উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর ঢিল ছুরে আক্রমণ করে যার ফলে ৩ (তিন) জন পুলিশ সদস্য আহত হয় এবং গাড়ীর সামনের কাঁচ ভেঙ্গে যায়। তখন আসামীদের কে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, সত্য নয় যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কোন কাজ করে নাই।

১৮নং সাক্ষী এ.এস.পি. আবুল কালাম মিয়া, তদন্ত কর্মকর্তা বলেন যে, মামলাটি তিনিই তদন্ত করেছেন। তদন্তকালে ঘটনাস্থলের মানচিত্র তৈরি, সূচিপত্র তৈরি, জব্দকৃত আলামত, ইনজুরি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন এবং তিনি সাক্ষীদের ১৬১ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করেন। ঘটনার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়ে তদন্ত রিপোর্ট বা চার্জশিট জমা প্রদান করেন।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষী কনস্টেবল এমদাদুল বাশার তার কাছে সুনির্দিষ্টভাবে বলে নাই যে, কোন আসামী তাকে আঘাত করেছে। আসামী নাহিদ কর্তৃক গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গার কথা কনস্টেবল সাদেক আলীও তার নিকট সুনির্দিষ্টভাবে বলে নাই। গাড়ী হতে বাহির হয়ে সাক্ষী সাদেক আলী নাহিদ কে ধরতে যেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, নাকি পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছিল এসব কথা ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারায় সাক্ষ্য বিবরণীতে উল্লেখ নাই। কং আব্দুল লতিফ তার নিকট বলেন নাই যে, আসামী নাহিদ রামদা দিয়ে গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গে । কোন আসামীর হাতে রামদা, খড়গ বা লাঠি ছিল আলাদাভাবে তার জবানবন্দিতে বলে নাই। কং এমদাদুল বাশার তার কাছে বলে নাই যে, কে বা কোন আসামী জখম করেছিল বা কোন আসামীর হাতে খড়গ ছিল । সাক্ষী সাদেক আলী, লতিফ ও এমদাদ কে কোন আসামী কি দিয়া আঘাত করে তা এজাহারে উল্লেখ নাই। A.S.I. লায়েক আলী বলেন নাই যে, রমজান ও বাবুলের সমর্থিত লোকদের মধ্যে গন্ডগোল হয় বা আসামী মুনীর ও নাহিদ গাড়ী ভেঙ্গেছিল অথবা রমজান সমর্থিত লোকজনদের ধাওয়া করা বা রামদা, খড়গ দিয়ে আঘাত করার কথা সে বলে নাই।

পক্ষান্তরে আসামী পক্ষ হতে যে ৪(চার) জন সাফাই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে ১নং সাক্ষী গোলাম মোস্তফা ওরফে লালমিয়া, স্থানীয় বাসিন্দা তার সাক্ষ্যে বলেন যে, গঙ্গা ডাউল মিলের সামনে মনু, শাহাজাহান ও অন্যান্যরা মান্নান ও নাজিমুদ্দিনের উপর আক্রমণ চালায় ছোড়া দিয়া। ঐ সময়ে ওখানে পুলিশ ফোর্স আসে এবং আক্রমনকারীদের ধাওয়া করলে তারা পুলিশের প্রতি ইট, পাটকেল

ছোড়ে যার ফলে পুলিশ আহত হয় ও গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়। পুলিশ অনুমান বিকাল ৪/৪-১৫ টায় সেখানে যায়। পুলিশ তাদের ধরতে পারেনি। পুলিশ ফিরে এসে মুনির, দুলাল, নাহিদ, শামিমদের বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এই আসামীদের কাছে তখন কোন অস্ত্রপাতি ছিল না। আসামীদের স্বভাব ভাল, তাদেরকে দুধ বাজার থেকে ধরার কাহিনী মিথ্যা।

২নং সাফাই সাক্ষী মোঃ নুরুল ইসলাম ওরফে নুরু মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনাস্থল বাজারের চাউল ব্যবসায়ী নাজিমুদ্দিন ও মান্নান কে বাবু, মানিক, রাজ্জাক এরা মেরেছে। বিকাল ৪:০০ টায় পুলিশ আসে দুষ্কৃতিকারীদের ধরতে, তবে ধরতে পারেনি। এসময় তারা পুলিশের উপর ইট, পাটকেল দিয়ে ঢিল মারে ফলে পুলিশের গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গে এবং পুলিশের গায়েও ঢিল লেগেছে।

৩নং সাফাই সাক্ষী মোঃ রমজান আলী, মানিকগঞ্জ পৌরসভা চেয়ারম্যান তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামীদের চিনেন, ভাল চরিত্রের। বিগত ১/২/৯৩ ইং তারিখ বেলা ৩:৩০ টার সময় সরকারী হাইস্কুল মাঠে মিলাদের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। বুদ্ধ এসে বলে, উজ্জল কে মানু, বাবু ও অন্যান্যরা মারপিট করছে। শুনে ঘটনাস্থলে যান এবং দুইপক্ষ কে মিলিয়ে দেন। এরপর শুনেন যে, মানুরা মান্নান ও নাজিমুদ্দিন কে মারপিট করছে গংঙ্গা ডাউল মিলের কাছে। ঐ সময় পুলিশের গাড়ী আসে এবং মানুদের ধাওয়া করলে মানুরা ইট, পাটকেল মারে। পুলিশ দল ফিরে এলে দেখেন যে গাড়ী ভাঙ্গা এবং দুই জন পুলিশ ইটের আঘাতে জখম প্রাপ্ত। পুলিশ মুনির, নাহিদ, দেলোয়ার কে তাদের বাড়ী হতে ধরে আনে। তিনি আরো

বলেন যে, তার সমর্থক ও বাবুলের সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে কোন গন্ডগোল হয় নাই।

৪নং সাফাই সাক্ষী মোঃ মাসুদুল কামরুল হক তার সাক্ষ্যে বলেন, ঘটনার তারিখ ৪/৪-১৫ টায় তার গদী ঘর হতে শুনেন যে, মান্নান ও নাজিমুদ্দিন কে বাজারের দিকে আসার সময় গঙ্গা ডাউল মিলের কাছে মানু গং অস্ত্রসহ আক্রমণ করেছে। তিনি এগিয়ে যান এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই পুলিশ সেখানে এসে তাদের ধাওয়া করলে তারা ঢিল ছুরতে ছুরতে পালায়। এর ফলে গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গে। তিনি আসামীদের চেনেন এবং তারা ঐ দিন কোন সন্ত্রাসী কাজ করেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন মনুদের ইটের আঘাতে পুলিশের গাড়ী ভাঙ্গে।

মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রাষ্টপক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহারকারী জেরাতে স্বীকার করেন, আসামী নাহিদ খড়গ দিয়ে পুলিশের ব্যবহৃত পিক আপ গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গা এবং আসামীদের কে রামদা, লাঠি, খড়গ, দুটি লোহার রড ও দুটি বাশের লাঠিসহ ধরার সময় ৩ জন কনস্টেবল আহত হয়েছিল এসব বর্ণনা এজাহারে নাই। রাষ্টপক্ষের ২-৬ নং সাক্ষীদের কে বৈরী ঘোষণা করা হয়। ৭নং সাক্ষী জেরায় এইরুপ সাজেশন অস্বীকার করেন যে, নাহিদ ও অন্যান্য আসামীদের ঘটনাস্থল হতে ধরা হয় নাই বা প্রকৃত আসামীদের কে না ধরতে পেরে এই আসামীদের কে তাদের বাড়ী ও দোকান হতে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৮নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেন, ঘটনার সময় হঠাৎ পিছন দিক হতে ইট, পাটকেল নিক্ষেপ ও মারামারি শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে পুলিশের পিক আপ এর

কাঁচ ভেঙ্গে যায়। ৯নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেন, ঘটনার সময় দুটি প্রতিদ্বন্ধী পক্ষ মারামারি করার জন্য উদ্যত হলে তাদের কে বাধা প্রদান করা হলে তারা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর আক্রমণ করে এবং গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে দেয়। তাদের আক্রমনে সাদেক ও অন্য একজন আহত হয়। জেরায় তিনি বলেন, কোন আসামীর হাতে কি ছিল বা কোন অস্ত্র ছিল তা তিনি বলতে পারেন না। ১০নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে কোনো আসামীর নাম বলেননি এবং তিনি জেরায় বলেন যে, ঘটনার সময় ১০০/১৫০ জন লোক জড়ো হয়েছিল। তবে কার হাতে কি অস্ত্র ছিল বা কে গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গেছিল বা পুলিশ সদস্যদের কে আঘাত করেছিল সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন না। ১১নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেন, ঘটনার সময় দুই পক্ষ মারামারি করার সময় হুড়াহুড়ি হয় এবং পিকআপ গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়। জেরায় তিনি বলেন ঘটনাস্থলে প্রায় ১০০/১৫০ জন লোক সমবেত হয়েছিল এবং কোন আসামীর নিকট কি অস্ত্র ছিল তা বলা সম্ভব না। ১২নং সাক্ষী ডাক্তার যিনি আহত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসা দিয়েছে। ১৩নং সাক্ষী জেরায় বলেন, সত্য নয় যে, নাহিদ রামদা দিয়া আঘাত করার কথা মিথ্যা বলেছেন বা তার আঘাতে কাঁচ ভাঙ্গার উক্তি মিথ্যা। ১৪নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে দু'পক্ষের মারপিট ও পুলিশের গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গার কথা বল্লেও কোন আসামীর নাম বলেননি। জেরায় তিনি বলেন, তাকে কোন আসামী বা কে আঘাত করেছিল তা তিনি বলতে পারেন না। ১৫নং সাক্ষী বলেন, দু'পক্ষে লোক সংখ্যা ১০০/১৫০ জন হতে পারে। ১৬নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে কোন আসামীর নাম বলেননি। ১৭নং সাক্ষী তার সাক্ষ্যে কোন আসামীর নাম বলেননি। ১৮নং সাক্ষী

তদন্ত কর্মকর্তা তার জেরায় বলেন যে, সাক্ষী কনস্টেবল এমদাদুল বাশার তার কাছে সুনির্দিষ্টভাবে বলে নাই যে, কোন আসামী তাকে আঘাত করেছে। --------- আসামী নাহিদ কর্তৃক গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গার কথা কনস্টেবল সাদেক আলী তার নিকট সুনির্দিষ্টভাবে বলে নাই। ---------- কং আব্দুল লতিফ তার নিকট বলেন নাই যে, আসামী নাহিদ রামদা দিয়ে গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গে । কোন আসামীর হাতে রামদা, খড়্গ বা লাঠি ছিল আলাদাভাবে তার জবানবন্দিতে বলে নাই। কং এমদাদুল বাশার তার কাছে বলে নাই যে, কে বা কোন আসামী জখম করেছিল বা কোন আসামীর হাতে খড়্গ ছিল । সাক্ষী সাদেক আলী সুনির্দিষ্টভাবে তার কাছে বলেন নাই যে, নাহিদের আঘাতে গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গেছে বা সে রামদা দিয়া আঘাত করতে দেখে সে শুয়ে পড়ে। জেরায় তিনি পুনরায় বলেন যে, সাক্ষী সাদেক আলী, লতিফ ও এমদাদ কে, কোন আসামী কি দিয়া আঘাত করে তা এজাহারে উল্লেখ নাই। A.S.I. লায়েক আলী তার নিকট বলেন নাই যে, রমজান ও বাবুলের সমর্থিত লোকদের মধ্যে গন্ডগোল হয় বা আসামী মুনীর ও নাহিদ গাড়ী ভেঙ্গেছিল অথবা রমজান সমর্থিত লোকজনদের ধাওয়া করা বা রামদা, খড়্গ দিয়ে আঘাত করার কথা সে বলে নাই।

রাষ্ট পক্ষের সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য ও জেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা পরস্পর বিরোধপূর্ণ, অসঙ্গতি ও ত্রুটিপূর্ণ এবং এজাহারে যে ঘটনা বর্ণনা করেছে তা সমর্থন ও প্রমাণ না করে ভিন্নতর ঘটনা অবতারনা করেছে যা আইনে সমর্থনযোগ্য নয়। এই প্রসংঙ্গে পিয়ার আলী খান ওরফে পিয়ার আলী -বনাম- রাষ্ট,

3BLC(HCD)555, জ্ঞাপিত হয়েছে যে,- Upon a scrutiny it appears that the evidence of PWs. are full of contradictions, inconsistencies and omissions and that there is a departure from the fact as stated in the written ejahar. Moreso, not a single unrelated and disinterested person has been examined in this case and the vital witness namely, Whab Ali though cited as witness in the charge sheet has not been examined in view of such contradiction and their omission to tell the investigation officer about their reorganization of their having any electric generator it is difficult to believe such inconsistent evidence of PWs. who are related to one another.

এই মোকদ্দমায় দেখা যায় যে, রাষ্টপক্ষ আপীলকারী-আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণের জন্য রাষ্টপক্ষ হতে ১৮(আঠারো) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ২-৬ নং সাক্ষী জনসাধারণ এবং এদের প্রত্যেক কে রাষ্টপক্ষ হতে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে সাক্ষী ১ ও ৭ নং হতে ১৮নং সাক্ষী পুলিশ সদস্য যারা প্রত্যেকে একে অন্য থেকে বিরোধপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছে। যে কারণে আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বিচারিক আদালত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, জেরা এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলি যথাযথভাবে বুঝতে না পেরে

আসামী-আপীলকারী আমজাদ হোসেন ওরফে নাহিদ কে সাজা প্রদান করে ভুল করেছেন, যে কারণে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল ও ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব, সার্বিক বিবেচনায় উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হলো এবং বিজ্ঞ জজ, অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, মানিকগঞ্জ এর সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন মামলা নং ০২/১৯৯৩ এর ১০/০৫/১৯৯৩ ইং তারিখে ঘোষিত রায় ও দন্ডাদেশ রদ ও রহিত করা হলো।

আপীলকারী আমজাদ হোসেন ওরফে নাহিদ কে নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে বে-কসুর খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারী কে জামিন নামা থেকে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

এই রায়ের অনুলিপিসহ নিম্ন আদালতের নথি দ্রুত প্রেরণ করা হোক।

_____

(বিচারপতি মোঃ সেলিম)